কোভিড-১৯ থাবা ও আগামী পৃথিবী

ডা. প্রদীপ ভৌমিক

আবার করোনা নিয়ে কিছু কথা। তা আবার ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস উপলক্ষে। লেখার জন্য অনেকদিন পরে কলম যখন হাতে নিলাম তখন সর্বপ্রথমে আমাদের ছোট ত্রিপুরার জনগণকে, রাজ্যের বাইরের এবং দেশের বাইরের বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গুরুজনদের আমার সার্বাঙ্গ প্রণিপাত এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা। আপনাদের সকলের প্রার্থনা, আশীর্বাদ এবং নিজ নিজ আরাধ্যজনের নিকটে প্রাণের আকুতি এবং দোয়ার কারণে আজ আমি পুনরায় আপনাদের সামনে উপস্থিত।

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস। ১৯৪৮ সালের এদিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জন্ম লাভ করে এবং ১৯৫০ থেকে এদিনকে বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। গত সত্তর বছরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বজনের স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অভাবনীয় কাজ করেছে। WHO এর প্রচেষ্টাতে ১৯৭৯-এ পৃথিবী Small Pox মুক্ত। ১৯৮৮ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্ব পোলিও মুক্তির দোরগোড়ায়।

১৯৭৭ সাল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : Health For All. কিন্তু ২০২০-এর পুরো বছর কোভিড-১৯-এর ভয়ঙ্কর আক্রমণে পৃথিবী বিধ্বস্ত। সারা বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। কিন্তু এর মধ্যেও দেখা গেছে কিছু দেশ খুব সহজে উত্তরণের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। কোনও কোনও দেশ ঠিক সেরকমভাবে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়নি। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা — যে সংস্থায় সদস্য ১৯৪টি দেশ সে সংস্থা ২০২১-এর বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় বা Theme ঘোষণা করেছে — "Building Fairer and Healthier World for Everyone". কোথাও যেন একটা দুশ্চিন্তার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। ১৯৭৭ সালের Health for all-এর স্লোগানের প্রায় পুনরাবৃত্তি সময়ে নতুন প্রেসিডেন্ট বাইডেন সেটাকে খারিজ করে দিয়েছেন। তাই WHO-কে আরও "স্বচ্ছ এবং সুস্থ" স্বাস্থ্য পরিষেবায় ঘোষণা দিতে হয়েছে ২০২১ সাল।

কোভিড-১৯ এ পর্যন্ত বিশ্বে ১৩ কোটির বেশি লোক আক্রান্ত এবং মৃত্যু প্রায় ২৮ লক্ষ এবং প্রায় দেড় লক্ষ জন মানুষের প্রাণ গেছে ভারতবর্ষে এবং ১.২৫ কোটির বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছে। ২০২১-এর প্রথমদিন থেকে ২০২১-এ এসে। Covid-19 বা করোনা আমাদের বিশ্বকে নতুন করে চিনে নিতে সাহায্য করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য প্রদান করে জার্মানি। কিন্তু কিছুদিন আগে আমেরিকার বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইচ্ছায় শুনেছি WHO-কে সমস্ত আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেবার ঘোষণার মাধ্যমে। যদিও পরবর্তী

আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম আমরা খুব তাড়াতাড়ি কোভিড মুক্ত হবো। নতুন দিনের স্বপ্ন, প্রত্যাশা, পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোতে আরম্ভ করি। কিন্তু বিধি বাম। আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে মার্চ মাসে কোভিড-১৯-এর পুনঃ আবির্ভাব আমাদের দেশের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। ৫ এপ্রিল ১ দিনে ১ লক্ষ ৩ হাজারের বেশি নতুন সংক্রমণ ভারতের আগের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। এ মুহূর্তে আমরা কিন্তু এক গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছি। যদিও আজ অবধি ত্রিপুরাতে সংক্রমণের গতি তেমন বেশি নয়, কিন্তু সংক্রমণ বাড়ছে। ভয় এবং দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় আমরা সবাই কোভিড চলে গেছে ভেবে সবাই দোকানের ঝাঁপ খুলে সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন।

কিন্তু "মরা গাঙে" আবার বাণ এসেছে। ত্রিপুরাতে ২০২০-তেও কিন্তু কোভিডের চাপটা এসেছিল অনেক পরে এবং এক ঝটিকায় সমস্ত কিছু

➜ ৭-এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ থাবা ও আগামী পৃথিবী

➜ ১ম পাতার পর

বিধ্বস্ত করেছে।

তখন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না কি হবে জানা ছিল না বলে। আর এখন যদি দুর্যোগ বা দুর্ভোগ আসে তাহলে কিন্তু আমরা নিজেরা দায়ী থাকবো।

"পেনডেমিক" শব্দটা Public Health বা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক। পুলিশ দিয়ে "জনস্বাস্থ্য"কে সুদৃঢ় করা যায় না। সার্বিক বিজ্ঞানভিত্তিক সচেতনতা রোগ প্রতিরোধে বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

৬ এপ্রিলের কাগজে একটা অসাধারণ খবর ছিল। ত্রিপুরা কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণে দেশে দ্বিতীয়। প্রথম লাদাখ। কেউ কি বলতে পারবেন কোনও ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে পুলিশ দিয়ে এনে টিকা দেওয়া হয়েছে। তাহলে সেটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র সার্বিক সচেতনতার মাধ্যমে। হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অব ত্রিপুরার সদস্যরা বেশ কয়েক বছর হেপাটাইটিস এর টিকা দিয়েছিল রাজ্যের সর্বত্র। প্রত্যেক টিকাকরণ কেন্দ্রে অসাধারণ ভিড় দেখা গিয়েছিল। সেটা জনস্বাস্থ্য এবং জনসচেতনতার এক ইতিহাস। যেহেতু ত্রিপুরা এখন তেমনভাবে সংক্রমিত হয়নি এবং কোভিড-১৯-এর টিকা ১৮ বছরের উর্ধ্বে দেওয়া যায় তাই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার যদি রাজ্যের ১৮ বছরের উর্ধ্বে সমস্ত জনগণকে টিকাকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে ত্রিপুরাকে কোভিডের পুনঃ আবির্ভাব থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, কোভিড বা যেকোনও Severe acute Respiratory Syndrome রোগ প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য বিভাগ যেসব ব্যাপক পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে সেগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োগে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের রাজ্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অনেকেই রয়েছেন তাদের সকলকে অনতি বিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে কমাণ্ডেন্টের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা সকলেই কোভিড স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অবগত কিন্তু পালনের ক্ষেত্রে কোথাও না কোথাও দ্বিধা রয়েছে। মনে দ্বিধা থাকলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য প্রদানকারীর সঙ্গে আলোচনা করুন। নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে রোগমুক্ত থাকুন। চিকিৎসালয়গুলোকে আরও সুসংবদ্ধ দায়িত্ব গ্রহণ করে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদ থেকে জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেওয়া দরকার। সর্বোপরি সারা পৃথিবী এমন GLOBAL VILLAGE. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু আমাদের সকলের চোখে আঙুল দিয়ে বারংবার স্বচ্ছ এবং সুস্থ পৃথিবী গঠনের জন্য আবেদন জানাচ্ছে। আগামীদিনের যেকোনও সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অগ্রিম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সকলকে। আমার এবং আপনার স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

(লেখক অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ান অব ইণ্ডিয়ার সদস্য)।